শাক্ত পদাবলীর রচয়িতা রামপ্রসাদ সেনের কবিকৃতিত্ব : মূল্যায়ন

ভূমিকা

অষ্টাদশ শতকের বাংলা সাহিত্যে শাক্ত পদাবলীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হলেন রামপ্রসাদ সেন। তিনি আনুমানিক ১৭১৮ খ্রিস্টাব্দে হুগলি জেলার গড়মন্দারণ অঞ্চলে (অন্য মতে নদিয়া জেলার কুমারহট্ট-হালিশহরে) জন্মগ্রহণ করেন এবং অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর সাহিত্যসাধনা বিকশিত হয়। সে সময় বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে অস্থিরতা বিরাজ করছিল; মুঘল শাসনের অবসান, নবাবি আমলের সংকট এবং ইংরেজ শাসনের সূচনাকাল মানুষের জীবনে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছিল। এই প্রেক্ষাপটে রামপ্রসাদ মানুষের দুঃখ, বেদনা, আশা, ভক্তি ও আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষাকে মাতৃরূপী কালীসাধনার মাধ্যমে কাব্যে রূপ দিয়েছেন। তাঁর রচিত *কালীকীর্তন, কৃষ্ণকীর্তন* এবং অসংখ্য শ্যামাসংগীত বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। শাক্ত পদাবলীকে তিনি কেবল ধর্মীয় ভক্তিগীতির পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং মানবমনের গভীর অনুভূতি, সংসারজীবনের বাস্তবতা এবং ঈশ্বরপ্রেমের এক অনন্য সমন্বয় ঘটিয়ে একে বাংলা কাব্যের এক স্বতন্ত্র ধারায় উন্নীত করেছেন। তাই শাক্ত পদাবলীর ইতিহাসে তাঁ

রামপ্রসাদ সেনের কবিকৃতিত্ব

১. শাক্ত পদাবলীর শ্রেষ্ঠ রূপকার

রামপ্রসাদ শাক্ত পদাবলীকে পূর্ণতা দান করেন। তাঁর পূর্বে শাক্ত পদ রচিত হলেও তাঁর হাতে এই ধারা শিল্পসুষমা ও গভীর ভাবগাম্ভীর্য লাভ করে। তিনি মাতৃসাধনাকে ব্যক্তিগত অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত করে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন কাব্যধারার সৃষ্টি করেন।

২. মাতৃভাবের অপূর্ব প্রকাশ

রামপ্রসাদের কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো মা কালীর প্রতি সন্তানের অকৃত্রিম নিবেদন। দেবী তাঁর কাছে দূরবর্তী অলৌকিক শক্তি নন; তিনি সংসারের আপন মা। এই মাতৃভাব বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব দৃষ্টান্ত।

"এবার কালী তোমায় খাব,
খাব, খাব গো দীনদয়াময়ী।"

এই উক্তিতে ভক্ত ও দেবীর সম্পর্ক পরম আত্মীয়তার রূপ লাভ করেছে।

৩. মানবিকতার সার্থক প্রকাশ

রামপ্রসাদের কালী অলৌকিক দেবী হলেও তাঁর সঙ্গে কবির সম্পর্ক সম্পূর্ণ মানবিক। কখনও তিনি অভিমান করেন, কখনও অভিযোগ করেন, আবার কখনও আদরের সন্তান হয়ে মায়ের কাছে আশ্রয় চান। এই মানবিক অনুভূতি তাঁর কবিতাকে সর্বজনগ্রাহ্য করেছে।

"মন রে, কৃষিকাজ জান না,
এমন মানবজমিন রইল পতিত।"

এখানে মানবজীবনকে আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্র হিসেবে গভীর তাৎপর্যের সঙ্গে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৪. সহজ-সরল অথচ হৃদয়গ্রাহী ভাষা

রামপ্রসাদের ভাষা অত্যন্ত সহজ, স্বাভাবিক এবং কথ্যভাষার ঘনিষ্ঠ। সংস্কৃতঘন ভাষার পরিবর্তে তিনি সাধারণ মানুষের ভাষা ব্যবহার করেছেন। ফলে তাঁর গান আজও সর্বস্তরের মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়।

৫. সংসার ও সাধনার সমন্বয়

রামপ্রসাদের কাব্যে সংসারবিমুখতা নেই। তিনি সংসারের মধ্যেই ঈশ্বরসাধনার পথ অনুসন্ধান করেছেন। সংসারের সুখ-দুঃখ, দারিদ্র্য, অভাব এবং পারিবারিক সম্পর্ক তাঁর কাব্যে বাস্তবতার সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে।

৬. রূপক ও প্রতীকের সার্থক ব্যবহার

তিনি আধ্যাত্মিক ভাবকে প্রকাশ করার জন্য কৃষিকাজ, নৌকা, নদী, বাজার, গৃহস্থালি প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত উপমা ও প্রতীক ব্যবহার করেছেন। এর ফলে জটিল সাধনাতত্ত্বও সহজে বোধগম্য হয়েছে।

৭. সংগীতধর্মিতা

রামপ্রসাদের পদগুলি মূলত গীতিকবিতা। সুর, তাল, লয় এবং ছন্দের মাধুর্য তাঁর কাব্যকে বিশেষ আকর্ষণীয় করেছে। শ্যামাসংগীতের যে সমৃদ্ধ ধারা আজও বাংলা সংস্কৃতির অমূল্য ঐতিহ্য, তার প্রধান ভিত্তি রামপ্রসাদের সৃষ্টি।

৮. আধ্যাত্মিকতা ও দর্শনের সমন্বয়

তাঁর কবিতায় ভক্তি, তন্ত্রসাধনা, বেদান্তচিন্তা এবং লোকবিশ্বাসের এক অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। তিনি ধর্মকে কেবল আচারনির্ভর না রেখে হৃদয়ের উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

৯. রসবৈচিত্র্য

যদিও তাঁর কাব্যের প্রধান রস ভক্তিরস, তবু করুণ, শান্ত, হাস্য, বাৎসল্য এবং কখনও কখনও বীর রসও তাঁর পদে প্রকাশিত হয়েছে। এই রসবৈচিত্র্য তাঁর কাব্যকে বহুমাত্রিক করেছে।

১০. বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী প্রভাব

রামপ্রসাদের কাব্যধারা পরবর্তীকালে কমলাকান্ত ভট্টাচার্যসহ বহু শাক্ত কবিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর গানের আন্তরিকতা ও মানবিকতার বিশেষ প্রশংসা করেছেন। শ্যামাসংগীতের ক্ষেত্রে তিনি আজও সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত।

সমালোচকদের মতামত

বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সমালোচক **দীনেশচন্দ্র সেন** মনে করেন, রামপ্রসাদ বাংলা সাহিত্যে মাতৃসাধনাকে এমন মানবিক ও হৃদয়গ্রাহী রূপ দিয়েছেন, যা পূর্বে দেখা যায়নি। তাঁর মতে, রামপ্রসাদের গানে ধর্ম কেবল তত্ত্ব নয়, জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি।

সুকুমার সেন রামপ্রসাদকে শাক্ত পদাবলীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, রামপ্রসাদের কবিতার প্রধান শক্তি হলো আন্তরিক অনুভূতি, ভাষার সরলতা এবং গীতিমাধুর্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রামপ্রসাদের গানের প্রাণময়তা ও হৃদয়ের গভীর সত্যকে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে রামপ্রসাদের ভক্তি কোনো কৃত্রিম ধর্মীয় আবেগ নয়; তা মানুষের অন্তরের সহজ ও স্বাভাবিক প্রকাশ।

উপসংহার

রামপ্রসাদ সেন বাংলা শাক্ত পদাবলীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর কাব্যে ভক্তি, মানবতা, আধ্যাত্মিকতা, সংগীতমাধুর্য এবং সহজ ভাষার যে অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে, তা বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। মাতৃসাধনাকে তিনি ব্যক্তিগত অনুভূতির এমন উচ্চতায় উন্নীত করেছেন, যেখানে ধর্ম ও মানবজীবন একাকার হয়ে যায়। তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রামপ্রসাদ সেন কেবল একজন শাক্ত কবি নন, তিনি বাঙালির চিরন্তন হৃদয়কবি।